Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 425–435
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

কালপূজার পুথি : লৌকিক জীবন ভাবনার নির্জন স্বাক্ষর

বুবুল শর্মা
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেল : bubulsarma1973@gmail.com

Keyword
বন্ধ্যানারী, ভুজপত্র, সর্বোৎকৃষ্ট, পূজা বিধি, লোক সংস্কার, ডাকমন্ত্র, ব্রহ্মদৈত্য, অলৌকিক।

Abstract
অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে 'কাল' দেবতার পূজা প্রচলিত। অনেকে বিভিন্ন মানত করে 'কাল' দেবতার পূজা দেন। তাদের বিশ্বাস 'কাল' দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি ভক্তদেরকে কখনোই নিরাশ করেন না। গ্রাম বাংলার মানুষরা তাদের লোকয়ত আদর্শকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। 'কালের পূজা বিধি'র পুথির মধ্য দিয়ে এক- একটা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় দিকটি ফুটে ওঠে।

আমরা জানি মানুষ সংবেদনশীল। মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সেই জন্য মানুষের নানা দুঃখ- কষ্ট -যন্ত্রণা, রোগ -শোক ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করতে হয়। মানুষের এই স্বাভাবিক জীবন ধর্ম অনুযায়ী নানা কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বিভিন্ন লৌকিক দেব- দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। কালের পূজা বলি ছাড়া অসম্পূর্ণ। কালের পূজায় সর্বোৎকৃষ্ট বালির উপকরণ কালো পাঁঠা ছাগল। সাধারণ পূজায় একটা পুরুষ হংস, অতি সাধারণ পূজায় এক জোড়া কবুতর বলি দিতে হবে। পশু-পক্ষীর বলিকৃত রক্ত দ্বারা ভুজপত্রে উক্ত পুথির নিয়মানুসারে লিখে একটি কবচ নির্মাণ করে মাঁচার উপর রাখতে হয়। এই কবচ'ই মহামূল্যবান, এই কবচ ধারণে বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করে।

কালের পূজার নিয়ম অন্যান্য লৌকিক দেবতা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র । পশু-পক্ষী বলি দিয়ে সেই বলি রক্ত দ্বারা কবচ বানিয়ে পূজা শুরু করতে হয়। বংশ রক্ষার জন্য সাধারণত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালের পূজার শেষ পর্যায়ে চালান মন্ত্র দিয়ে কাল দেবতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- ডাকমন্ত্র দ্বারা 'কাল' দেবতাকে আহ্বান করা হলেও চালন মন্ত্রের উল্লেখ পুথিটিতে নেই। মন্ত্র গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয় এবং ইসলামী কয়েকটি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

Discussion

এক

অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দক্ষিণ আসামের তিনটি প্রশাসনিক জেলা (কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি) নিয়ে গঠিত প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকা। চারদিকে চিরসবুজ অরণ্যানী, খাল-বিল, নদী-নালা, ঝোপ-ঝাড়, সারি -সারি চা- বাগানের বিচিত্র সৌন্দর্যের সমারোহের মাঝে বরাক উপত্যকার জনপদ গড়ে উঠেছে। উপত্যকার মন মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নানা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, নানা পূজা-পার্বণ। বরাক উপত্যকার ভূ-প্রাকৃতিক গঠন সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> "চট্টগ্রামের পার্বত্য- চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল, এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। -এইসব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।"[১]

প্রাচীনকাল থেকেই উক্ত উপত্যকায় মানুষের বসবাস ছিল এবং তাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ পরিলক্ষিত।

বরাক উপত্যকার গ্রাম-বাংলায় বিভিন্ন লৌকিক দেব দেবী- এখনো পূজিত হয়ে আসছেন। বস্তুত: লৌকিক দেব দেবীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বহু যুগ যুগ থেকে। তাদের পূজাচারের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আদিম সংস্কৃতির বীজ। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন,

> "আমাদের দেশের আদিম সংস্কৃতি আবিষ্কার করতে হলে পল্লী সমাজের লৌকিক দেবতাদের স্বরূপ ও তাদের পূজাচারগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।"[২]

প্রকৃতির অনেক রহস্য মানুষ উন্মোচন করলেও লোকায়ত পরিসরে অনেক অলৌকিক, অতিলৌকিক ব্যাপার মানুষ এখনও যুক্তি- বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারেনা। আমরা লক্ষ্য করেছি, শিবের সাথে অনেক অপদেবতা, অপদেবী, ডাকিনী- যোগিনী, ভূত-প্রেত, কালপুরুষ, কাল ইত্যাদি অনেক ভয়ঙ্কর দেবতা পূজা পেয়ে আসছেন। এবং তাদের পূজা পদ্ধতিতেও দেখা যায় অনেক বৈচিত্র। তাই বলা যেতে পারে, মানুষের আদিম বিশ্বাস থেকেই এইসব লৌকিক দেব-দেবীদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মিহির চৌধুরী কামিল্যার মন্তব্য,

> "লৌকিক দেবতারা আরো প্রাচীন-সভ্য সমাজ বা বেদ-পুরাণের দেবতাদের থেকেও তারা অনেক পুরানো।"[৩]

বরাক উপত্যকার গ্রাম বাংলায় 'কাল' দেবতার পূজার প্রচলন এখনও আছে । উক্ত উপত্যকার গ্রাম বাংলায় প্রচলিত নানা কিংবদন্তিতে 'কাল' দেবতার মাহাত্ম্য মূলক কাহিনির কথা আজও শোনা যায়। বর্তমানে 'কাল' পূজায় শাস্ত্রীয় এবং লোকায়ত মিশ্রিত বিধান অনুসৃত হয়। মানুষের ধারণা তিনি ভয়ঙ্কর দেবতা। ভগবান শিবের'ই একটা সংহার রূপ 'কাল'। পশু-পক্ষীর রক্তে তিনি তুষ্ট হন, আবার আন্তরিকভাবে পূজা-অর্চনা করলে তাঁর কৃপায় বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করে, এবং ভক্তের মনের অভীষ্ট কামনা- বাসনা পূর্ণ হয়।

> "কিন্তু লক্ষনীয় এই যে, গ্রামের ভিতর লোকালয়ে তাঁহার কোন স্থান নাই। -ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোন স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।"[৪]

অনেক পূর্বে বরাক উপত্যকার গ্রামবাংলায় 'কাল' দেবতার পূজা এবং ভোগ নিবেদন করা হতো জঙ্গলের উত্তর দিকে। বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে শিব মন্দির বা কালী মন্দিরে শনি, মঙ্গলবার এবং অমাবস্যাতে 'কাল' দেবতার পুজো দেওয়া হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা ভালো, কেহ যদি মানস করে থাকেন 'কাল' পূজার, অথবা স্বপ্নদৃষ্ট হন তাহলে 'কালে'র পূজা দিতেই হবে। সামর্থ্য যদি একেবারে না থাকে তাহলে, অন্তত 'কাল' দেবতার উদ্দেশ্যে একটা ভোগ (স্থানীয় নাম - আগ) দিতে হবে। কোথাও কোথাও 'কাল' দেবতার ভয়ঙ্কর মূর্তির পূজাও হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা মাঁচা বানিয়ে লাল কাপড় দিয়ে সাজিয়ে 'কালে'র পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। তিনি সন্তুষ্ট হলে ভোগ গ্রহণ করেন, তিনি তান্ত্রিক দেবতা। মদ্য-মাংস সহযোগে বিশাল আমিষ ভোগ দিয়ে তাঁর পূজা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কাল' দেবতার পূজা অনেকটা গোপনেই অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম বাংলার লৌকিক দেবতা এবং তাঁদের পূজা প্রসঙ্গে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই– কিন্তু আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে।' অনুরূপ আরেকটি মন্তব্যে রাধাগোবিন্দ বসাক বলেছেন,

> "যে পর্যন্ত না কেহ এদেশের লৌকিক দেবতার বিষয় লিখছেন সে পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে।"[৫]

বরাক উপত্যকার পূজিত 'কাল' দেবতা ভয়ঙ্করের প্রতীক, কখনোবা তিনি গ্রাম রক্ষক হিসেবে উপস্থিত। বস্তুতঃ তিনি অশাস্ত্রীয় হলেও বরাক উপত্যকার নানা কিংবদন্তীতে 'কাল' দেবতার মাহাত্ম্যের কথা শোনা যায়।

দুই

আমি 'কালের পূজা বিধি' পুথিটি শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুমার শর্মা, বয়স-৮৬, গ্রাম-শালগঙ্গার পার, পোস্ট অফিস-নরসিংহপুর, থানা-ধলাই, জেলা-কাছাড়, পিন কোড-৭৮৮১১৫, তারিখ-১৫-০১-২০১২ (রবিবার), মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

পুঁথির নাম : 'কালের পুজা বিধি'

পুথির বিষয় : পুজা বিধি (ধর্মশাস্ত্র)

মূল লেখকের নাম : কিশোর মোহন্ত

পত্র সংখ্যা : ৪০

লিখিত পত্রের সংখ্যা : ১৭

পুথির মাপ : ১৪×১১ সে মি

রেখাচিত্র : ২টি - (১) ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় কালপুরুষের কবচের নক্সা এবং (২) ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায় গর্ভরক্ষা কবচের নক্সা আছে।

লিপিকর : শ্রী অনঙ্গ কুমার শর্মা

মালিক : শ্রী অনঙ্গ কুমার শর্মা

সংগ্রাহক : বুবুল শর্মা

সংগ্রহের তারিখ : ১৫-০১-২০১২ (রবিবার)

প্রতি পৃষ্ঠায় : ৮ লাইন (পেন্সিল দিয়ে সমান মাপে রোল টানা)।

কাগজ : কলে তৈরি সাধারণ কাগজ।

হস্তাক্ষর : পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখা।

কালি : নীল রঙের কালি।

পুথির অবস্থা : শোচনীয় (water dameged)

লিপি কাল : উল্লেখ নেই। লিপিকাল প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুমার শর্মা মহাশয় বলেছেন, এই পুথিটি বহু পুরনো, ঠাকুরদা কিশোর মহন্তের হাতের লেখা। পুথিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি আনুমানিক ১৩৪০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে হুবহু পুথির নকল করেছেন।

> "পুথি অনুলিখনের সময় মূল পুথির পাঠের সঙ্গে বিভিন্ন পুথির বিভিন্ন পাঠ মিশ্রিত করে লিপিকর যে পাঠ তৈরি করেন তাকে 'মিশ্রপাঠ' বলা হয়।"[৬]

'কালের পূজা বিধি' পুথি'টির ক্ষেত্রে 'মিশ্রপাঠে'র অবকাশ ছিল না।

'কালের পূজা বিধি' পুথি'টির প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুমার শর্মা মহাশয় বলেছেন, 'আমার দাদু কিশোর মহন্ত নিঃসন্তান ছিলেন, তাই সব সময় পূজা-অর্চনার মধ্যেই দিন কাটাতেন। শিষ্যদেরকে নিয়ে তিনি প্রত্যেক বছরই তীর্থযাত্রা করতেন। এইরকমই একবার তীর্থযাত্রায় সমুদ্র তীরে বসে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে তিনি ভাবছেন- আমার ধন-সম্পদ, টাকা-

কড়ি কে ভোগ করবে? হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন তাকে ডাকছে। তিনি তাকিয়ে দেখেন, একজন সাধু নিজের কাজে ব্যস্ত। ইশারায় তাকে কাছে আসতে অনুরোধ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এত বিমর্ষ কেন? তখনই তিনি মনের সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বললেন সাধু বাবার কাছে। সাধু বাবা তার উত্তরে বললেন, 'দুঃখ করিস না -সন্তান তোর হবেই' আমি তোকে একটা প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেবো। বাড়িতে গিয়ে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা পুজা দিয়ে কবজ ধারণ করতে হবে। কিন্তু, সাধুবাবা সাবধান করলেন, 'যাতে এই প্রক্রিয়ার অপব্যবহার না হয়।' সাধু বাবার কথামতো বাড়িতে এসেই তিনি কালের পুজো দিলেন। পুজা দেওয়ার এক বছর পরেই কিশোর মহন্তের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেন। এইভাবে একে একে চারজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। এই সন্তানদের প্রথম পুত্র আমার বাবা রুপচরণ মোহন্ত।

তিন

পূজার উপকরণ :

পুথি অনুসারে -

(১) পূজার কয়েকদিন আগে থেকেই নয়পোয়া (২ কেজি ২৫০ গ্রাম) বিরুণ চালের হাঁড়িয়া মদ বসিয়ে রাখতে হবে। কারণ, পুজোর দিন দেবতার উদ্দেশ্যে মদ নিবেদন বাধ্যতামূলক।

(২) দুটি কালিরা মাছের শুটকি সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

(৩) পুজোর দিন বারো ধরনের শাখ, খাচাড়ি ডাল ১ কেজি, চালের গুড়ো, বিরুণ চাল নয় পোয়া, পরিমাণমতো ভোজের চাল সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

(৪) একটা কালো পাঁঠা ছাগল, অথবা পুরুষ হংস একটা, অথবা কবুতর একজোড়া।

(৫) লাল পাড় শাড়ি একটা (নয় হাত নয় আঙ্গুলের কম হলে হবে না), পাঁচ হাত লম্বা লালসালু একখান।

(৬) ২৮টি রক্ত জবা ফুল, অন্যান্য ফুল, দূর্বা, তুলসী, মোমবাতি, প্রদীপ, পান - সুপারি, নৈবেদ্য, হলুদ, মরিচ, জিরা, সিঁদুর, ভূজ পত্র, লোহার কবচ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

সংগৃহীত দ্রব্যগুলো বাড়ির উঠোনের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে গোবর জলের প্রলেপ দিয়ে তার মধ্যে সবর্ব পূজার দ্রব্য রাখতে হবে।

পূজার দিনে করণীয় কর্তব্য :

(১) জঙ্গলে পূজা স্থানে চলে যাবার সময় বাড়ির সকলে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করে মঙ্গলধ্বনি দিয়ে ঘরের ভিতরে যাবে, কেহ আর ফিরে দেখবে না।

(২) পূজো স্থানে গিয়ে প্রথমেই একটা মাঁচা তৈরি করতে হবে। বাঁশের তৈরি এই মাঁচা চতুর্দিকে একহাত চওড়া এবং তিন পোয়া হাত উচ্চতা বিশিষ্ট হতে হবে।

(৩) মাঁচা বানাতে হবে জঙ্গলের উত্তর দিকে। মাঁচার চতুর্দিকে চালের গুড়ো দিয়ে একটি মন্ডলী অঙ্কন করতে হবে। আড়াই হাত লম্বা বাঁশের এক টুকরোকে পাঁচ ফালি করে এক এক করে মাঁচার চারদিকে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। অবশিষ্ট বাঁশের একফালিকে লালসালু দিয়ে জড়িয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাঁচার উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

(৪) মাঁচা প্রস্তুত হলে, তার উপর লাল শাড়ি, পাঁচ পোয়া সাধারণ চাল, কয়েকটি আলু - পেঁয়াজ, ২৮টি রক্ত জবা ফুল দিয়ে মাঁচা সাজিয়ে দিতে হবে।

(৫) মাঁচার চার কোণায় চারটি ডলু বাঁশের উল্টো চোং রাখতে হয়। দুটি চোং'য়ে জল, অন্য দুটি চোং'য়ে হাড়িয়া মদ ভর্তি করে রাখতে হবে।

(৬) এক কেজি খাচাড়ি ডাল, শাখ, কালিরা মাছের শুটকি পোড়া, বিরুণ চালের চুঙ্গা পোড়া, মাংস পোড়া, কয়েকটি মরিচ এবং রান্না মাংস সঙ্গে চাল দিয়ে তৈরি পিঠাপুলিও মাঁচার উপর রাখতে হবে।

চার

বলি ছাড়া এই পূজা অসম্পূর্ণ। কালের পূজায় সর্বোৎকৃষ্ট বালির উপকরণ কালো পাঁঠা ছাগল। সাধারণ পূজায় একটা পুরুষ হংস, অতি সাধারণ পূজায় এক জোড়া কবুতর বলি দিতে হবে। পশু-পক্ষীর বলিকৃত রক্ত দ্বারা ভুজপত্রে উক্ত পুথির নিয়মানুসারে লিখে একটি কবচ নির্মাণ করে মাঁচার উপর রাখতে হয়। এই কবচ'ই মহামূল্যবান, কবচ ধারণে বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করে।

বলিকরণ প্রক্রিয়া- বরাক উপত্যকায় ''কাল পূজা' উপলক্ষে পশু-পক্ষী বলির প্রথা অনেক প্রাচীন। মূলত এই প্রথা আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছে। এখনও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেবদেবীর পুজোতে পশু-পক্ষী বলি দেয়। কাল দেবতাকে তুষ্ট করে পুণ্য লাভের আশায় আমরা পশুপক্ষী উৎসর্গ করে থাকি। বলির আবিধানিক অর্থ 'যদ্বারা পূজা করতে হয়', অর্থাৎ ছেদনযোগ্য পূজার উপকরণ। বলিদানের অর্থ, বলির ফল বা দেবতার উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী হত্যা। ধর্মশাস্ত্র মতে এই 'বলিকারণ' মূলক বৃত্তিগুলো মানুষের রিপু বা শত্রু। আমরা অবদমিত জৈবিক তাড়নায় নানা অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে থাকি।

> "লোকবিশ্বাস ও আচারের ক্ষেত্রে অস্ট্রিক- দ্রাবিড়-বৈদিক আর্য ভাষা-ভাষী মোঙ্গলয়েড গোষ্টির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পূজার বলিতে অস্ট্রিক প্রভাব, নরবলি এবং মদ নিবেদন অস্ট্রিক প্রভাবে শক্তি উপাসনায় আবশ্যক ছিল।"[৭]

মানুষ যেহেতু গতিশীল তাই, তার বিশ্বাস ও আচার-বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় লোকাচারেও পরিবর্তন আনে। তার প্রমাণ আমরা 'কাল পূজা' প্রসঙ্গে লক্ষ করবো। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে প্রচলিত বহু পুরনো লোকবিশ্বাস ও প্রথা সহজে খাপ খাওয়াতে পারেনা। আমরা দেবতার উদ্দেশ্যে যা কিছু উৎসর্গ করে থাকিনা কেন, তা আমাদের মনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। বলি তান্ত্রিক পূজা, বলি দেওয়া মানে মনের রিপুকে ধ্বংস করা। আমাদের রিপুকে ধ্বংস করার জন্যই পশু-পক্ষী দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বস্তুত, "জ্ঞান খড়্গের দ্বারা পাপ ও পূণ্যরূপ পশুবলিই 'মাংস ভক্ষণ' প্রথা, অর্থাৎ সাধকের পাপ পুণ্য দূর করে পরমাত্মাতে চিত্তলয় বিধি। চিত্তলয়ের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অন্তর্মুখী করাই 'মৎস্যাসী' হওয়া ও কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনে তার সেবা করতে পারাই শক্তি সাধনা।" (কলার্ণবতন্ত্র - ৫/১০৫-১১৩)

'কাল' দেবতার পূজায় পুরোহিত কখনো নিজ হস্তে বলি দেন না। পুরোহিত বলিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রথমেই মন্ত্রের মাধ্যমে নিজের চতুর্দিক বন্ধ করেন। সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধিঃ 'রং' মন্ত্রে নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহ্নিপ্রকার বেষ্টিত চিন্তা পূর্বক উভয় নাসারুদ্ধ করে নিম্নমন্ত্র চতুষ্ঠয় পাঠ করে দেবতা রূপ চিন্তা করা হয়।

> "(ক) ওঁ মূল শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্মাপথেন
> জীবশিবং পরম্ শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।। ১।।
> (খ) ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় স্বাহা।। ২।।
> (গ) ওঁ রং সংকোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।। ৩।।
> (ঘ) ওঁ পরমশিব সুষুম্মাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্লসোল্লাস জ্বল জ্বল প্রজ্বল হংস স্বাহা।। ৪।।"[৮]

দেওঘরি (পুরোহিতের সহযোগী) অথবা অন্য একজন বলি সম্প্রদান করেন। কিন্তু যিনি বলি দেবেন (ঘাতকারী) তাকে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক শুদ্ধ করেন। পুরোহিতের সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজও অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত বিষয়ের এবং কত ধরনের যে মন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে তার হিসেব নেই। মন্ত্রকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) শাস্ত্রীয় মন্ত্র : যাগ-যজ্ঞ, স্তব-স্তুতি, পূজা-অর্চনার মাধ্যমে দৈবানুগ্রহ লাভের চেষ্টা। (২) লৌকিক মন্ত্র : ইন্দ্রজাল, আভিচারিক অনুষ্ঠান, দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকেও ঘটনা-চক্রকে নিয়ন্ত্রণে এনে অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ। জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যই লোকমন্ত্রে বিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে কিছু সংস্কার-রোগ ব্যাধির আরোগ্য কামনা, সাহস বৃদ্ধি, শত্রু বিতাড়ন, শত্রুর শক্তিহরণ, নিজের উদ্দেশ্য সাধন, শারীরিক কুশলতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে লৌকিক মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। বস্তুত লৌকিক মন্ত্র প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে,

> "মন্ত্র হল সকল জীব, প্রাকৃত, অপ্রকৃত বিষয়ের রহস্যময় অথবা উদ্ঘাটিত, অচিন্ত্য ও অমোঘ শক্তি যা গোপনে বা নিভৃতে অনুশীলন ও সম্পাদন যোগ্য, জপ্য, উচ্চারিতব্য, ইষ্ট-প্রতীক বা গূঢ়ার্থক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-51
Website: www.tirj.org.in, Page No.425-435

দ্রুত অভিষ্ট সিদ্ধির পরিপূরক তথা পরিচায়ক।"[৯]

পশুপক্ষী বলি দেবার জন্য প্রথমে খড়্গ পূজা দিতে হয়। সিঁদুর অথবা রক্তচন্দন কাশী (কোষ) দ্বারা বীজ মন্ত্র লিখতে হবে। অবশ্যই এই কাজটা পুরোহিতকেই করতে হয়।

বলির দিক নির্ণয় - উত্তর দিকে কাল দেবতার আসন বসানো হয়, এবং দক্ষিণ দিকে মূল পূজার স্থান থেকে কিছুটা দূরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র স্থানে বলি করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাছাড়া বলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বলি করণ প্রক্রিয়া শেষ করে পূজা আরম্ভ করতে হবে।

রক্ত উৎসর্গ : (ক) বলি রক্ত একটা মাটির ভাঁড়ে অথবা কলা গাছের বাকল দিয়ে বানানো একটা ঠোঙ্গার মধ্যে অথবা বাঁশের চোঙ্গায় নিয়ে 'কাল দেবতা'র মাঁচার সামনে রাখতে হয়।

(খ) তাজা রক্ত ভাতের মধ্যে মিশিয়ে কাল দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন একান্ত বাধ্যতামূলক।

মাংস ভোগ : অনেক সময় দেখা যায়- (ক) রান্না করা মাংস কাল দেবতাকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আবার অন্য একটি সূত্র মতে, (খ) কাল দেবতা রান্না মাংস ভক্ষণ করেন না, তাই মাংস পোড়া দেওয়া হয় ভোগ হিসেবে।

পাঁচ

পূজারম্ভ : জঙ্গলের উত্তর দিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা স্থানে নির্দিষ্ট মাপে একটি মাঁচা তৈরি করে, তার চতুর্দিকে চারহাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা চালের গুড়ো দিয়ে একটি রেখাচিত্র অংকন করতে হবে। এই রেখাচিত্র অংকন খুব ভালো করে করতে হবে, যাতে কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর না থাকে। পূজা স্থানে ধুপ-দীপ, তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে শরীর বন্ধন মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

শরীর বন্ধন মন্ত্র : এক ছিপ জল নিয়ে শরীর বন্ধন মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ফু'দিয়ে সেই জল পান করতে হবে।

মন্ত্র যথা : নজড়াপ -

"আপনার কায়া সুধি সিদ্ধি কালী কালী।
জগতের আমরা আমার পঞ্চ প্রাণ রক্ষা কর।
দুয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু সিবের সৃজন পূর্বে উদয়গিরি পশ্চিমে অস্ত গিরি। উত্তরে বুন্দাগিরি দক্ষিনে কালিদয় সাগরের জল। আমার শরীরের নজর ধাক্কা চমকা ফিক মুগরা বান বেদ। আমার শরীরেই পঞ্চনারীর বন্ধন।"

"সদগুরু কালিকার বর আমার পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। রামচন্দ্র প্রথম জর অগ্নিজর হত গজ কামদের প্রণমিয়ং সদগুরু কালীকার বর।আমার পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। অরিদা বন্দি জরিদা বন্দি চতুর দিগে নগরে বন্দি পাখি, আগে বন্দি আগ ভবানী পাছে বন্দি কালিকা চন্ডী মাও আমার ভিতরে চাইয়া যে কাড়িব রাও। তার তালু কাটি জিবরা করিমু ভাও। এই সত্য লড়িব মা কালের দুয়াই পড়িব।।"

বস্তুত মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে মন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং সচেতন ভাবেই এই মন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে আমরা লক্ষ্য করি। মন্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগ। উক্ত মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলা যায়,

"শব্দ ব্রহ্ম। ঠিক ঠিক শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়ে যথাস্থানে প্রযুক্ত হলে তার ক্রিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য মন্ত্রটির শব্দ তথা ধ্বনি ঠিক ঠিক উচ্চারিত হলে এবং যথাস্থানে প্রয়োগ করলে এর কি ক্রিয়া হতে পারে তা বুঝা যায় না।"[১০]

অতঃপর স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করে একটি তাম্রপাত্রে জল নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে জলে দুবার টান দিয়ে তিন ভাগ করে জল শোধন মন্ত্র পাঠ, তারপর একে একে - কুশাসন শোধন মন্ত্র, পুষ্পশুদ্ধি মন্ত্র, সূর্যার্ঘ্য, প্রণাম মন্ত্রের পরেই 'কালে'র মূল পূজা শুরু হয়।

সংকল্প মন্ত্র : 'ডান হাতে কিছু তিল, হরিতকী, ফুল, দূর্বা, তুলসী, চাল নিয়ে মন্ত্র পাঠ - 'ওঁ সূর্য সোম যম কাল সন্ধে ভূতা নিনংক্ষপাপবন দিগ পতি ভূমিরাকাশং খচরা মরা ব্রক্ষা শাসমস্তায় সন্নিধিং কুরু। বিষ্ণু রোমদ্য অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র অমুক (নাম) কাল পুরুষের পূজন কর্মন কর্মাহং করিষ্যে।।'

অতঃপর কালের পূজা - প্রথমে ধ্যানমন্ত্র : 'ওঁ কাল ক্ষেত্র ধ্যায়ে নিত্তং দ্বীভূঙ্গ শ্মশানে ভস্ম সেকরাঙ্গ জাগ জঙ্গে পরিস্ত্রার রঙ্গ কাল পুরুষ ধ্যায়তা।। ০।।'

বার শুদ্ধি মন্ত্র :

'আচমনি কাল পুরুষায় নমঃ
স্নানিও কাল পুরুসায় নমঃ।
কোনর আচমনি পুরুসায় নমঃ
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নইবেদ্য
তাম্বুল পুরুসায় নমঃ।।'

আবাহন পূজা মন্ত্র :

'সূর্য মন্ডলায় নমঃ।
চন্দ্র মন্ডলায় নমঃ।
ভহ্নি মন্ডলায় নমঃ।
পবণ মন্ডলায় নমঃ।
অগ্নি মন্ডলায় নমঃ।
সর্বব্য দেবভ্য নমঃ।
সর্বেভ্য দেবীভ্য নমঃ।।'

তারপর জোড় হাত করে :

'মা ও কাল তুমি ব্রম্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব ধরা ধর। তুমাতে উৎপত্তি সব তুমাতে বিজয়, আজ্ঞায় সৃজন তোমার, নিঃশ্বাসে প্রলয়। দিন হীন তব আমি কি জানি মহিমা পঞ্চমুখ চতুর্মুখ দিতে নারে সীমা'।

ডাক মন্ত্র : (১) 'আয় আয় মা কাল আয়। পূর্ব তনে আয়। পশ্চিম তনে আয়। উত্তর তনে আয়। দক্ষিণ তনে আয়। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তনে আয়। চৌদিক তনে সাজিয়া আয়। আকাশ- পাতাল ভাঙ্গিয়া আয়। আয় মা কাল আয়। নদা নদী লঙ্গীয়া আয়। ভুত বেতাল সঙ্গে করি লইয়া আয় মা কাল আয়। ত্রিদেশ ভ্রমিয়া কাল ভূত লইয়া আয়। আয় মা কাল আয়।'

(২) 'কাল কালী কালিকা ডানি ব্রক্ষ মন্ত্রে রায় তালি আয় মা কাল আয় কালী আয়। কালিকা ডানি আয়, চিলা ডানি আয়। ফালাচুই ডানি আয়। কাল পরি আয়। কাল শ্মশান ডানি আয়। কাল ইদ্রিস আয়, কাল ছয়তান আয়, কাল দেও আয়। কাল জিন্নাত আয়। কাল ভূত আয়।। সকলে মিলিয়া এই ফলনীর এই পূজা খাও, ফলনীর পূজা খাইয়া দৃষ্টি ছাড়। এই সত্য লড়িব মা কালের দুহাই পড়িব।।'

ভুত-প্রেত সম্পর্কে মানুষের মনে যে বিশ্বাস তা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তাদের দুষ্টশক্তি বা অশুভ আত্মা মানুষের নানাবিধ ক্ষতিসাধন করতে পারে। সেই জন্য তাদেরকে প্রতিহত করতে মানব সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের লৌকিক উপাচার পালিত হয়। বস্তুত,

> "লোকবিশ্বাস বা লোক সংস্কার যাই বলা হোক না কেন, ভুত-প্রেত নামক অশরীরী জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা বিদ্যমান। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভূত-প্রেতের উপস্থিতি, তাদের কার্যকলাপ, তাদের সম্পর্কে উদ্ভট, বিচিত্র, রহস্যময় কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত।"[১১]

পুনঃ ধ্যান মন্ত্র :

'ওঁ কাল ক্ষেত্রং ধিয়ায়েনিতং।
দৃভুজাঙ্গ স্মশানে ভস্ম সেক রাঙ্গ।।

জাগ জঞ্জে পরিস্ত্রার রঙ্গ।।'

কালের বার শুদ্ধি মন্ত্র :

'আচমনি কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।
কুনর আচমনি কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।
সূর্য মণ্ডলায় কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।
চন্দ্র মণ্ডলায় কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।
বহ্নি মণ্ডলায় কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।
পবন মণ্ডলায় কাল ক্ষেত্রায় নমঃ।'

তারপর ফুলের মালা গলায় দিয়ে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে :
'নারায়ণ পরাকরা নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরামুক্তি। রাম নারায়ণ নমস্ততে। হরে বৈকুণ্ঠ হরে হরে মুরারী মধু কৈটহারি গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ স্মরী।'

কবচ নম্বর - ১

যখন কবচটি লিখা হবে তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে - 'দুর্গার শতনাম, এই সত্য লড়িব কালপুরুষের দুহাই পড়িব।'
কবচটি~ দেহ রক্ষা/ নিজেকে রক্ষা করা / বাড়ি রক্ষা /গ্রাম রক্ষা/ মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য/শক্রর বিনাশ/স্বপ্নদোষ- ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই কবচ পশু-পক্ষীর বলিকৃত রক্তদিয়ে ভুজপত্রে লিখতে হবে। ভুজপত্রের মাপ- ৫ সে মি × ৫ সে মি মাপের নিখুত ভুজপত্রের উপরে অংকন করতে হবে।

কবচ নম্বর - ২

কালের গর্ভ রক্ষাকবচ : ৬ সে মি × ৬ সে মি মাপের একটি ভুজপত্রকে গোলাকার করে তার উপর খাগের কলম দিয়ে বলি রক্ত দ্বারা লিখতে হবে। কবচটি তৈরি হয়ে গেলে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে - মন্ত্রটি নিম্নরূপ :
'রউনমি আল্লা রউন কর। করম আল্লা করম কর। দুষমনের ফেসমান নিকাল কর। অমুকর পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। এই সত্য লড়িব, ঈশ্বর মহাদেবের দুহাই পড়িব ও চণ্ডী বুনি মহাদেবে খাইব।।'
উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন দুর্বোধ্য শব্দ নেই, তাছাড়া মন্ত্রগুলির রচনারীতি অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত মন্ত্রে হিন্দু দেবদেবী ছাড়াও মুসলমান পীর, পয়গম্বরের উল্লেখ আছে। তা যাই হোক,

> "দেবদেবীর আদেশে বা আজ্ঞায় মন্ত্রগুলি রচিত এবং তাঁদের আদেশে এগুলি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যাপারটিকে 'আদেশকাড়া' বলে। অর্থাৎ কোন দেবদেবীর আজ্ঞায় এগুলি ব্যবহৃত না হলে 'মন্ত্রের শক্তি'র স্ফূরণ ঘটবেনা।"[১২]

আমরা লক্ষ্য করেছি, সময়ের সাথে সাথে গুপ্তবিদ্যায় নানা পরিবর্তন। কালপূজার প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে একটা সুবিন্যস্ত রূপ তাই, অশরীরীরা মানুষের মনে একটা বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে। কাল পূজার যে পদ্ধতি সেটা নিছক কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পৃথিবীতে এই ধরনের গুপ্তবিদ্যা যুগ ধরে চলে আসছে। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই পূজানুষ্ঠানকে কুসংস্কার বা গুপ্তবিদ্যা বলি না কেন আসলে, আমাদের সমাজ- সংস্কৃতি চর্চায় একটা প্রধান অঙ্গ এটা অস্বীকার করা যায় না।

মূল পূজা শুরু হওয়ার পূর্বেই কবচ নির্মাণ করে মাঁচার উপরে রাখতে হবে। অতঃপর পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কবজ দুটি মাঁচার উপরেই থাকবে। পূজার শেষে কবচ যার মানস তাকে দিয়ে দেওয়া হয়, এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে। মন্ত্রটি- 'দুর্গার শতনাম এই সত্য লড়িব কালপুরুষের দোহাই পড়িব।' অথবা কবচ গুলি ঠাকুরঘরে উত্তর দিকে রাখতে হবে। কারণ, যার জন্য এই কবচ বানানো হয়েছে তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে, কবচ শনি অথবা মঙ্গলবার উক্ত ব্যক্তি শুদ্ধ মনে, শুদ্ধভাবে গ্রহণ করবেন।

ছয়

কালের পূজার নিয়ম অন্যান্য লৌকিক দেবতা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। পশু-পক্ষী বলি দিয়ে সেই বলি রক্তদিয়ে কবচ বানিয়ে পূজা শুরু করতে হয়। বংশ রক্ষার জন্য সাধারণত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালের পূজার শেষ পর্যায়ে চালান মন্ত্র দিয়ে কাল দেবতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- ডাকমন্ত্র দ্বারা কাল দেবতাকে আহ্বান করা হলেও চালন মন্ত্রের উল্লেখ পুথিটিতে নেই। মন্ত্র গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয় এবং ইসলামী কয়েকটি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত

> "অন্তরঙ্গ দেবতাবাদ ইসলামের দান, কিন্তু শুধুই ইসলামের নয়। উপনিষদ পুরাণ যোগতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র ও সাধনায় অন্তরঙ্গ উপাসনা দুর্লভ নয়, লৌকিক ধর্ম সাধনায়ও আছে অন্তরঙ্গতার সুর।"[১৩]

প্রসঙ্গক্রমে অনঙ্গ শর্মা মহাশয় আমাকে বলেছেন, ভূতের রাজা কাল। তাকে আহ্বান করলে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়েই (ডাকিনী-যোগিনী, ভূত - প্রেত) আসেন। ভক্তের আহ্বানে তিনি প্রায়ই সাড়া দেন। কালপুরুষ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। যদি তিনি পুরুষের কাছে যান তবে 'মা' রূপ অর্থাৎ নারীর রূপ ধারণ করেন। আর যদি নারীর কাছে যান তাহলে 'বাবা' রূপ অর্থাৎ পুরুষের রূপ ধারণ করেন। কাল দেবতার ভোগহতে হবে অন্তত ৪/৫ জন জোয়ান মানুষের খাদ্যের সমপরিমাণ। এই ভোগটা থাকবে মাঁচার উপরে। আর প্রসাদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ছোট আরেকটা ভোগ থাকবে মাঁচার নিচে। মাঁচার নিচের ভোগটাই ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়, এবং প্রসাদ হিসেবে যারা উপস্থিত তারা গ্রহণ করেন। আবার অনেকে ভয়ে কালদেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

অনঙ্গ শর্মা মহাশয় আরও বলেন- নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রত্যেক বছরই পূজো দেন। কেহ যদি পূজা নাও দেয় তাহলেও তিনি পুজো দেন। তিনি মনেপ্রাণে কালদেবতার মাহাত্ম্যকে বিশ্বাস করেন। প্রসঙ্গক্রমে কালদেবতাকে নিয়ে প্রচলিত অনেক কিংবদন্তির উল্লেখও তিনি করেছেন। এই রকম কয়েকটি কাহিনির উল্লেখ এখানে তুলে ধরা হল।

১) বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন অঞ্চলে কালপুরুষের পুজো দেওয়া হয়। আমার (অনঙ্গ শর্মা) কাছে যে রকম কালের পূজা বিধির পুথি আছে, তা অন্যত্র আছে বলে আমার জানা নেই। চালান মন্ত্রে আমার দাদু প্রয়োগ করতেন এক জোড়া কবুতর। হাতে একজোড়া কবুতর নিয়ে চালান মন্ত্র পাঠ করলে হাতের কবুতর নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অর্থাৎ কাল দেবতা কবুতরের রক্ত পান করেছেন।

২) অনঙ্গ শর্মা নিজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন, একবার তিনি দুপুর ১২টার সময় ডাক মন্ত্র দ্বারা কাল দেবতাকে আহ্বান করে পূজা পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন। দুদিন পর তিনি জানতে পারেন, যেদিন তিনি কাল দেবতার পূজা দিয়েছেন, সেদিন ঠিক বারোটার সময় হিন্দিভাষী একটি ছেলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য বটগাছের নিচে গিয়ে কষ্ট সংগ্রহ করেছিল। সেই বট গাছ থেকে কিছু দূরে তিনি কালের পূজাটা দিয়েছিলেন। ছেলেটা কাঠ সংগ্রহ করে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। উনার বিশ্বাস, বারোটার সময় কাল দেবতা সঙ্গী - সাথীদের নিয়ে ওই বটগাছেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ছেলেটার উপর তাদের বাতাস লেগেছিল।

৩) ভোগ গ্রহণ করার জন্য ডাক মন্ত্রের মাধ্যমে কাল দেবতাকে আহ্বান করলে, যদি তিনি ভোগ গ্রহণ করেন, তবে মাঁচার উপরের কঞ্চিতে যে লালসালু বাধা থাকে তা নামতে নামতে ভোগের উপরে লেগে যাবে। এখানে একটা প্রমাণ হয়ে যায়, কাল দেবতা যদি ভোগ গ্রহণ করেন তাহলে শালুখানা নিচে নামবেই।

৪) কাল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগটা খাওয়ার জন্য একজন দেওঘরির (কিশোর মোহন্তের সঙ্গী) কুমতলব ছিল। তার এই উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে কিশোর মোহন্ত তাকে নিষেধ করেছেন, 'কোন অবস্থায় এই অপকর্ম করিস না, মরে যাবি'। পূজা শেষে দেওঘরি বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে উল্টোপথে পূজা স্থানে এসে একটি গামছার মধ্যে সমস্ত ভোগ বেঁধে নেওয়া মাত্রই পাগল হয়ে যায়। ভোগ ফেলে উন্মাদ নিত্য করতে করতে নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের নাম ধরেই বলতে থাকে, আমি তাকে মেরে ফেলবো। এইভাবে নানা কাণ্ডকারখানা করতে করতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সমস্ত বাড়িময় ঘুরতে লাগল। কোন অবস্থায় তাকে শান্ত করা গেল না। শেষ পর্যন্ত কিশোর মহন্তের কাছে দেওঘরির পরিবারের লোকজন তার সমস্ত কান্ড কারখানা খুলে বললেন। তখন কিশোর মোহন্ত তার বাড়িতে গিয়ে মন্ত্রপাঠ পূর্বক শান্তিজল তার

উপর ছিটালে সে স্বাভাবিক আচরণ শুরু করে।

সাত

অন্য আরেকটি সূত্র মতে- (১) কালের পূজায় এককাঠি (২ কেজি) চালের ভাত, খাচাড়ি ডাল এক কেজি, চেং অথবা শোল অথবা কালিরা মাছ আস্ত একটা পুড়া, এক মুষ্টি কলাই ডাল (২ দিন আগে থেকে জলে ভেজানো)। একটা বাঁশের ডালায় কলার পাতায় বিশাল ভোজ জঙ্গলে অথবা পুকুর পারের উত্তর দিকের একটা পরিষ্কার জায়গায় কালের আগ (ভোগ) রাত্রি নিশার সময় দিয়ে আহ্বান করা হয়। অথবা- উপরের সমস্ত উপকরণের সাথে পাঁঠা বলির রক্ত ভাতের মধ্যে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায়, লোকবিশ্বাস কাল দেবতা রান্না মাংস খান না, তাই বলি রক্ত এবং মাংস পোড়াই দেওয়া হয়। মাংস পোড়া কাল দেবতার অত্যন্ত প্রিয়, তখন কাল দেবতা কুকুর রূপ ধারণ করে ভোগ গ্রহণ করেন। উক্ত সূত্রে কবচ নির্মাণ প্রক্রিয়া বলি রক্ত দিয়েই ভুজপত্রে অংকন করতে হয়। অবশ্যই কাজটা পুরোহিত করবেন। প্রসাদ হিসেবে পাঁঠার মাংস বাড়িতে রান্না করা হয়, বাড়ির সবাই মিলে এই প্রসাদ গ্রহণ করেন। ইনিই হচ্ছেন 'কালীর সাথের কাল', তাই তাঁর পূজা নিশা রাত্রে অমাবস্যাতেই করতে হয়। কাল দেবতা ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক, তিনি ভূতের রাজা ব্রহ্মদৈত্য, তার বিভিন্ন রূপ আছে। এক এক জায়গায় এক ধরনের রূপ ধারণ করেন। বস্তুত

> "আর্য- অনার্য সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক আবর্তে দোলায়িত রুদ্র শিব প্রাচীনের নিয়ন্তা ও নবীনের নেতা, বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি ও যৌবনের প্রতিমা, গোষ্ঠীর অধিপতি ও গণধর্মের অধীশ্বর- ব্রাত্য পথচারী উদাসীন অশাস্ত্রীয় অনিয়ম।"[১৪]

আরেকটি সূত্র- (২) তন্ত্র মতে আটা দিয়ে ব্রহ্মদৈত্য বানিয়ে অমাবস্যাতে শুইয়ে রাখতে হয় বটগাছের নিচে। ব্রহ্মদৈত্যের হাতে থাকে আটার তৈরি একটি লাঠি। অমাবস্যাতে ঘুম পাড়িয়ে পূর্ণিমাতে জাগানো হয়, অর্থাৎ মূর্তিটা বসিয়ে পুজো দিতে হয়। আটার মূর্তিটি দীর্ঘ পনেরো দিন গাছ তলায় থাকে কিন্তু, কোন পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ নষ্ট করে না। লোকবিশ্বাস মূর্তির মধ্যে কালের অধিষ্ঠান তাই, কোন ক্ষতি হয় না। এই পুজোয় দুটো ভোগ থাকে, একটা বড় একটা ছোট। ছোটটা ফিরিয়ে আনা হয়। সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে পবিত্র মনে পূজা দিতে হয়, অশুচি হলে কাল দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন না। তখন অনেক ক্ষতি হতে পারে। এই ভোগে মাংস থাকতেই হবে, এবং বলি রক্ত দিয়ে ভুজপত্রে কবচ বানানো হয়। এই কবচ নিজেকে রক্ষা করা, নিজের বাড়ি রক্ষা, অসুখের হাত থেকে রক্ষা এবং সন্তান লাভের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। যাদের মানস আছে, তারা কোন অবস্থাতেই পতিত হতে দেবেন না। তাছাড়া স্বপ্নে যদি তিনি দর্শন দেন তাহলে পুজো দিতে হবে। পুজো দিতে না পারলেও কাল দেবতার নামে একটা ভোগ অন্তত দিতে হয়,এই বিশ্বাস এখনও বর্তমান।

আট

অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে কাল দেবতার পূজা প্রচলিত। অনেকে বিভিন্ন মানত করে কাল দেবতার পূজো দেন। তাদের বিশ্বাস কাল দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি ভক্তদেরকে কখনোই নিরাশ করেন না। গ্রাম বাংলার মানুষরা তাদের লোকয়ত আদর্শকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। 'কালের পূজার পুথি'র মধ্য দিয়ে এক-একটা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় দিকটি ফুটে ওঠে।

> "লোক সংস্কারের (folkways) দুটি দিক রয়েছে - একটি বিশ্বাসের (folk-belif), অন্যটি আচারের, folk-custom, rituals, practices। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতি সমাজের মানসিক ভাব বা মানসিকতাকে বলা যায় লোকবিশ্বাস, ঐ বিশ্বাস যখন প্রতীকের সাহায্যে জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান (rituals) রূপান্তরিত করা হয়, তখন তা পরিণত হয় লোকাচারে।"[১৫]

যুক্তি বিশ্বাসের দিক থেকে যখন কোন চিরাচরিত সংস্কার বাদ পড়ে যায়, মানুষ তখন সেই বাদ পড়াটাকে সহজে মানতে পারেনা। তাই, আমরা লক্ষ্য করেছি, 'কাল' পূজা আজও বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু,

> "যে লোকায়ত স্তরে তিনি এখানকার দেবতা ও উপাসনার সঙ্গে এতদিন ধরে মেলামেশা করছিলেন, ড. তারাচাঁদ কথিত সেই 'half - suppressed ancient cults' তথা জনগণের সংস্কৃতি সহস্রবাহু মেলে শিব দেবতাকে অধিকার করল।"[১৬]

আমরা জানি মানুষ সংবেদনশীল। মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সেই জন্য মানুষের নানা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, রোগ-শোক ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করতে হয়। মানুষের এই স্বাভাবিক জীবন ধর্ম অনুযায়ী নানা কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বিভিন্ন লৌকিক দেব- দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির প্রচন্ড শক্তির কাছে অসহায় ছিল, তাই তারা কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে প্রচণ্ড শক্তিকে নানাভাবে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। বর্তমান (২০২২) যুগের মানুষ প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়েও এই পৃথিবীর রহস্যময় জগতের কাছে অসহায়। আদিম মানুষের প্রবৃত্তির মর্মমূল থেকে উৎসারিত অলৌকিক কর্মকাণ্ড আজও সম্পূর্ণ না হলেও অল্প পরিমাণে সমাজে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র :

১. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ- অগ্রহায়ণ - ১৪১০, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৩
২. বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৬, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৪
৩. কামিল্যা মিহির চৌধুরী, আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (২০০০), উপক্রমণিকা – পৃ. ১
৪. পূর্বোক্ত, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ৪৮১
৫. পূর্বোক্ত, বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃষ্ঠা -গ, প্রাক্ কথন
৬. সরকার শম্পা, পুথির কথা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্রভারতী গ্রন্থমালা : ৪), দ্বিতীয় প্রকাশ - ১৭ই মাঘ, ১৪১৩, কলকাতা-৪৬, পৃ. ১৪
৭. স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, ধর্ম কুসংস্কার ও লোকাচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, প্রকাশকাল-২০০০, পৃ. ৫৩
৮. শ্রী শ্রী মনসা পূজা পদ্ধতি, প্রকাশক রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ নং বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলকাতা – ১, প্রকাশকাল, ১৯৯৮, পৃ. ১২
৯. মিস্ত্রি সুভাষ, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৭৩, প্রকাশকাল - ১৯৯৯, পৃ. ৫৫
১০. হালদার বিমলেন্দু, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ (দ্বিতীয় খন্ড), রত্নাবলী, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা- ১৯৯৭, পৃ. ১১০
১১. পূর্বোক্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ, পৃ. ৮২
১২. পূর্বোক্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ, পৃ. ১৪
১৩. ভট্টাচার্য গুরুদাস, বাংলা কাব্যে শিব, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ - মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭, রচনাকাল - ডিসেম্বর - ১৯৫১- মে - ১৯৫৬, পৃ. ৭৯
১৪. পূর্বোক্ত, বাংলা কাব্যে শিব, পৃ. ২১
১৫. পূর্বোক্ত, ধর্ম কুসংস্কার ও লোকাচার, পৃ. ৯
১৬. পূর্বোক্ত, বাংলা কাব্যে শিব, পৃ. ৭৩